কুষ্টিয়ার পদ্মানদীর ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে সংবাদ সম্মেলন

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পদ্মা নদী তীরে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙনের মুখে পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মহাসড়ক। জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া ইউনিয়ন এলাকায় ভাঙতে ভাঙতে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের মাত্র ১০০ মিটারের মধ্যে চলে এসেছে এ নদী। এতে বহু ঘরবাড়িসহ আবাদী জমি বিলীন হয়ে গেছে। জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

উপজেলা চেয়ারম্যান আরও বলেন,
বহু বছর ধরে এ এলাকায় পদ্মার ভাঙন চলছে। ভাঙন প্রতিরোধে স্থানীয় ব্যবস্থা নিতে গত বছর স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯৯০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করলেও তা আটকে আছে।

তিনি আরও বলেন, ভাঙন ঠেকানো না গেলে যেকোনো সময় কুষ্টিয়া- পাবনা মহাসড়ক নদীতে বিলীন হয়ে যাবে। এতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পাশাপাশি কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ন এলাকা বন্যা কবলিত হবে। তিনি অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান।

এসময় তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হান্নান মন্ডল সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করলেন অতিরিক্ত সচিব

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী পরিদর্শন করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন।

গতকাল দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তিনি।

অতিরিক্ত সচিব নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও সুষ্ঠু ও
সুন্দরভাবে দ্রুত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেন।

অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন বলেন, জেলার কৃষ্টি-কালচারকে দেশ তথা বিশ্ব দরবারে পরিচিত করতে কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জেলার সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষে বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হচ্ছে।এই দৃষ্টিনন্দন ভবনটি সম্পন্ন হলে জেলার সংস্কৃতি আরও বিকশিত হবে বলেও জানান তিনি।

পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব মো: সায়েদুল ইসলাম, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আবদুর রশীদ চৌধুরী, আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান হবে।

যেখান থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই হবে সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

কুমারখালীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বসতবাড়িসহ ভুষ্মিভুত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বসতঘরসহ ৫ টি গবাদিপশু ভস্মিভূত হয়েছে।

সোমবার রাত ১টার টার দিকে উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের উত্তর যদুবযরা নিদেনতলা বাজারের পাশে ইয়ার আলীর বাড়িতে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, রাত সোয়া একটার দিকে ইয়ার আলীর গোয়ালঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহুর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের থাকার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর চেষ্টাকালে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি ঘর। আগুনে দুটি ছাগল রক্ষা পেলেও তার আরও ৫টি ছাগল আগুনে পুড়ে মারা যায়। গোয়ালঘরে থেকে এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের সুত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে তারা ধারনা করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর ইয়ার আলী ও তার ছেলে পাপন বলেন, তারা এখানে অল্প একটু জমিতে বাস করেন। আগুনে তাদের মাথা গোজার এক মাত্র বসতঘর ও ঘরে রাখা কিছু নদগ অর্থ সহ শেষ সম্বল সব কিছু আগুনে পুড়ে তারা এখন নিঃস্ব হয়ে গেছেন। সব কিছু হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে।

যদুবয়রা ইউপি চেয়ারম্যান মো. শরিফুল আলম জানান, দিনমজুর অসহায় পরিবারটি শেষ সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। সরকারী অনুদানের

জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে দরখাস্ত দেয়া হবে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করবো।

কুষ্টিয়ায় পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগ

কুষ্টিয়ায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ এনে থানায় অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী। বর্তমানে সেই নারী কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল আবু সাঈদ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্সে কর্মরত।

মনিকার পরিবার জানান,২ বছর আগে চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার হাতি ভাঙ্গা গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে আবু সাঈদের সাথে একই উপজেলার জুরাইন পুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের মেয়ে মনিকা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে নানা বিষয়েই নির্যাতনের শিকার হতেন মনিকা।

কুষ্টিয়া মডেল থানায় লিখিত অভিযোগে ওই নারী জানান, ২ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। তারা কুষ্টিয়ায় ভাড়া বাসায় থাকেন। বিয়ের পর থেকে তুচ্ছ বিষয়ে স্ত্রীকে মারধর করতেন স্বামী সাঈদ।

অভিযোগে আরও বলা হয়, যৌতুক দিতে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত মারধর করতেন সেই পুলিশ সদস্য।

গতকাল রোববার দুপুরে স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করেন তিনি। পরে সংবাদ পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আশরাফুল আলম বলেন, ‘আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে হাসপাতালে আনা হয়। সেসময় তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। এ ছাড়া তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে।’

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই নারী। বিষয়টি তদন্তাধীন।’

কুষ্টিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু

মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমায় দীর্ঘদিন পর আজ রোববার সরকারী নির্দেশনায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খুলে দেওয়া হয়েছে।

শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেন শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে স্বশরীরে পাঠদান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। শরীরের তাপমাত্রা মাপার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাবান দিয়ে হাত ধুইয়ে শ্রেনী কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। এছাড়াও শ্রেনী কক্ষে পাঠদান শুরুর আগে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মাস্ক পরাসহ শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন কঠোরভাবে নজরদারীতে রেখেছেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সকালে পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার জায়েদুর রহমান সহ সংশ্লিষ্টরা। এসময় তারা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দের সাথে

কথা বলেন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে করোনার সচেতনতা বিষয়ক নানান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

সহকারী শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, দীর্ঘদিন পর আজকে প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৮০%। স্কুলে একটা আনন্দ উল্লাস বিরাজ করছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ উল্লসিত আমরা সবাই।

তিনি বলেন, আমাদের স্কুলের প্রধান ফটক বেলুনের গেট করে সেখান থেকে ফুল, স্যানিটাইজার ও মাস্ক দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের।

উপমা নামের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলেন, কতদিন স্কুলে আসা হয়নি। দেখা হয়নি, প্রিয় শিক্ষক সহ সহপাঠীদের। আজকে স্কুলে এসেই মনটা আনন্দে ভরে গেলো। মনে হচ্ছে আজকে আবার সেই প্রথম দিনের মতো নতুন করে স্কুলে আসলাম।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুসারেই আমরা বিভিন্ন ভাগে ক্লাস নিচ্ছে, শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করেই কেবল বিদ্যালয়ের গেট দিয়ে প্রবেশ করাচ্ছি। এছাড়াও স্বাভাবিক সকলের পরিবারের খোঁজ নিচ্ছি সকল শিক্ষার্থীর পরিবার করোনামুক্ত কিনা?

মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাদিয়া বলেন অনেক দিন পর স্কুলে এসে খুব আনন্দ লাগছে। স্কুল খুলে দেয়ায় আমরা আবার শিক্ষার্থীরা মিলে পড়াশোনা শুরু করবো।

এদিকে, বন্যাকবলিত হওয়ায় দৌলতপুরে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বিরত রাখা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু হবে।

কুষ্টিয়ায় হাজী ও নান্নার বিরিয়ানির নামে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার

রাজধানীর বিভিন্ন স্বনামধন্য খাবারের দোকানের সাথে মিলিয়ে রাখা খাবারের দোকানের নাম ব্যবহার করে কুষ্টিয়া শহরে চলছে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট।

যেগুলোতে পরিবেশন করা হচ্ছে নিম্নমানের পচা-বাসি খাবার। না জেনে-বুঝে শহরের অসংখ্য মানুষ তা খাচ্ছেন প্রতিদিন।
দোকান সংশ্লিষ্টদের কথায় অনেকটা স্পষ্ট, এগুলোর সাথে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী খাবারের দোকানের কোন সংযোগ নেই।রাজধানীর নামীদামী হাজীর বিরিয়ানি ও নান্না বিরিয়ানির নামের সাথে মিল রেখে এসন দোকান পরিচালনা করে থাকে।খাবারের মান একেবারেই নেই বললেই চলে।

নোংরা স্যাঁতসেতে পরিবেশ, পঁচা বাসী খাবার দিলেও ক্রেতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারে না। এসব রেস্টুরেন্টের হেঁসেল কিভাবে চলছে তা দেখার জন্য কোন অনুমতি নেই।

নামসর্বস্ব নান্নার রান্না দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। অন্যগুলোর অবস্থাও একই। পচা-বাসি কোন খাবারই ফেলে দেয়া হয় না এখানে। আর যে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা হয় খাবার, তা হঠাৎ দেখায় মনে হতে পারে আবর্জনার ভাগাড়।
শুধু এই হাজী কিংবা নান্না বিরিয়ানীই নয় শহরের ওলিতে গলিতে নামসর্বস্ব এমন অনেক রেস্তরা গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে শহরের চাররাস্তা থেকে ৬ রোস্তা মোড়ের দিকে বেশকিছু মিনি চাইনিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে বড় বড় গোটেল রেস্তরায় অভিযান চালালেও এসব প্রতিষ্ঠানে কোন অভিযান পরিচালনা হয় না বললেই চলে।
কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. আশরাফুল ইসলাম বলেন, এমন খাবার শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ।এসব দেখার দায়িত্ব ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের। অথচ তাদের কাছে গিয়ে মিললো গৎবাঁধা বক্তব্য। কুষ্টিয়া হোটেল ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য,

শহরে রেস্টুরেন্ট আছে ৩০০’রও বেশি।

কুষ্টিয়ায় খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান! ৫ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় র্যাবের বিশেষ মোবাইল কোর্ট সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে শহরের পাঁচটি হোটেল রেস্তোরাঁকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দিন ব্যাপী র্যাব-১২, সিপিসি-১, (কুষ্টিয়া ক্যাম্প) ও জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলা শহরের চৌড়হাস এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা অপরাধে ওভাল ফুড প্রডাক্টসকে ২০ হাজার, শহরের মজমপুরের শিল্পী হোটল এন্ড রেস্টেুরন্টকে ৫০ হাজার, খেয়া রেস্তোরাঁকে ২৫ হাজার, মৌবনকে ৩৫ হাজার, বনফুড কোং এন্ড রেস্টেুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার খাদিজা খাতুন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক অর্থদন্ড প্রদান করেন। এছাড়াও জেলায় দালাল, মাদক, ও ভেজাল এবং প্রতারণাসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তিন দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় আকুল আহমেদ (৩২), রফিকুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম (৩৮) নামের তিন দালালকে আটক বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এদিকে অভিযান টের পেয়ে সটকে পড়ে হাসপাতালকে ঘিরে আশপাশে থাকা একাধিক দালাল চক্র।

রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট খাদিজা খাতুন ও র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইলিয়াস খানের তত্ত্বাবধানে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আকুল আহমেদ কুষ্টিয়ার ইবি থানার শংকরপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে, রফিকুল ইসলাম সদর উপজেলার মনজেল আলীর ছেলে ও জাহাঙ্গীর আলম সদর উপজেলা জুগিয়া এলাকার মৃত মহসিন ফকিরের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দালালদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন রোগী ও তাদের স্বজনরা। প্রতিদিনই প্রতারিত হচ্ছিলেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা সহজ-সরল প্রকৃতির লোকজন। দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেক রোগীর প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে। শহরের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় এ দালাল চক্রটি।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট খাদিজা খাতুন জানান, হাসপাতালে আগত রোগীদের সাথে প্রতারনা করার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। এসময় তারা দোষ স্বীকার করলে আকুল আহমেদ ও রফিকুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ২১ দিনের কারাদণ্ড এবং জাহাঙ্গীর আলমকে একই ধারায় ৭ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মসজিদের মানতের মাংস ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষঃ প্রাণ গেলো যুবকের

কুষ্টিয়ায় ঝাউদিয়া শাহী মসজিদের মানতের মাংস ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কবির খান (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলের দিকে সদর উপজেলার ঝাউদিয়া ইউনিয়নের ঝাউদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুস্তাফিজুর রহমান রতন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত কবির খান কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ইবি থানার ঝাউদিয়া ইউনিয়নের ঝাউদিয়া শাহী মসজিদপাড়া এলাকার মৃত মান্নান খানের ছেলে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মসজিদের মানতের মাংস ভাগাভাগি ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। শনিবার ঝাউদিয়া শাহী মসজিদে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা এলাকা থেকে কয়েকজন আসেন। তারা মানত হিসেবে মসজিদে একটি খাসি প্রদান করেন। সেই খাসির মাংস ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে আসাদ চৌধুরী ও মুরাদ চৌধুরী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে কবির খান নামে এক যুবক নিহন হন।

ওসি মুস্তাফিজুর রহমান রতন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

এ বিষয়ে ঝাউদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কেরামত আলী বিশ্বাস বলেন, মানতের মাংস ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। লাঠির আঘাতে কবির খানের মৃত্যু হয়েছে।

ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ দেশের অন্যতম একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

জেলা সদরের ঝাউদিয়া গ্রামে অবস্থিত বলে গ্রামের নাম অনুসারে এই মসজিদটির নাম রাখা হয়েছে ‘ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ’। মসজিদটি নির্মাণে ইট, পাথর, বালু ও চিনামাটি ব্যবহার করা হয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে এ মসজিদে বহু মানুষ আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখানে নানা ধরনের জিনিস দেওয়ার মানত করেন।

কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের বেহালদশা! ভোগান্তি চরমে

দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের প্রায় চারশো মিটার গর্ত আর খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও সড়কটির কিছু অংশ দেবে যাওয়ার কারণে কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারোমাইল পর্যন্ত সড়কের প্রায় ৭ কি.মিটার এলাকা জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

রাস্তার দুপাড়ে কয়েক শত বাস-ট্রাককে রাস্তা পারাপারের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। দেবে যাওয়া অংশের দুই প্রান্তের সামান্য এই ৪শ মিটার সড়ক পার হতে প্রায় ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে। দেবে যাওয়া এই সড়কে চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্যদিকে, দেখা দিয়েছে চরম ভোগান্তি। সড়ক বিভাগ ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এতে তেমন কোন সুফল মিলছে না।

গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি যেন এখন মহাদুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কটির দেবে যাওয়া এই অংশটি দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে এটি এক সময় মহাসড়ক ছিল। দেখে মনে হবে এটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন এক কাঁচা সড়ক। অথচ এই সড়কটিই হচ্ছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম।

জাতীয় সড়কের অংশ গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি প্রায় এক বছর ধরেই খানাখন্দে ভরে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেই আবার গত দিন দশেক আগে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রানাখড়িয়া জ্যোতি ফিলিং স্টেশনের কাছ থেকে কবরস্থান পর্যন্ত প্রায় ৪ শ মিটার সড়ক

দেবে গেছে। পিচ উঠে গিয়ে কাদামাটি বের হয়ে বোঝার কোন উপায় নেই এটি কোন এক সময় মহাসড়ক ছিল। সড়কটি দেবে যাওয়ায় কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ৭ কি. মিটার সড়কের দুই ধারে প্রায় শত শত বাস-ট্রাকসহ যানবাহনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা পারাপারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।

তালবাড়ীয়া এলাকার বাসিন্দা শান্ত বিশ্বাস জানান, এই সড়কের বেহাল দশা অনেক দিন ধরেই। গতবছরে এই সড়কে উচুনিচু আবার কখনো ঢিবির মতো ছিলো। যার কারনে প্রায়ই দূর্ঘটনা ঘটতো। আবার এ বছরে গর্তের কারণে একেবারেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তালবাড়ীয়া থেকে মোটরসাইকেল যোগে শহরে যাওয়া শামীম রেজা নামের এক ব্যক্তি বলেন, শহরের পুলিশ শপিং কমপ্লেক্স এ চাকরি করি। প্রতিদিন সকালে গিয়ে আবার রাতে আসা লাগে। এই সড়কের বেহাল দশার কারনে প্রতিনিয়ত ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তায় গর্তের কারণে অনেক সময় দীর্ঘ জানযটের সৃষ্টি হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই আমরা।

ঢাকা থেকে আসা এসবি সুপার ডিলাক্স এর চালক রিপন নবী জানান, বারোমাইল থেকে কুষ্টিয়া শহর পর্যন্ত সড়কে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে। এ সড়কের কারনে আমরা গাড়ীর টিপ মিস করছি। স্থানীয় সড়ক বিভাগের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রায় দুই বছর দুই মাস আগে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কটি নির্মাণ করা হয়। সে সময় পণ্য বোঝাই ভারি ভারি যানবাহন চলাচলের মত সক্ষমতার বিষয়টি মাথায় না রেখেই সড়কটি নির্মাণ করায় কয়েক দিন পর থেকেই সড়কের বিভিন্ন স্থানে উচুঁ-নিচু হতে দেখা যায়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খানা-খন্দের সৃষ্টি হয়ে সড়কটি একেবারেই যান চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, যে স্থানে সড়ক দেবে গেছে তার পাশেই রানাখড়িয়া বালুর ঘাট রয়েছে। প্রতিদিন বালু বোঝাই ভেজা শত শত ভারি ট্রাক এখান দিয়ে মহাসড়কে উঠছে। সে সময় ভারি যানবাহন এই মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করবে এমন সক্ষমতার কথা বিবেচনা না করেই মহাসড়কটি নির্মাণ করায় এখন জনসাধারণকে এর খেসারত দিতে হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ জনদুর্ভোগ লাঘবে এই মহাসড়কে ইট বালু ফেলে জরুরি মেরামত কাজ করলেও এর কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

কুষ্টিয়া-সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শাকিরুল ইসলাম জানান, কুষ্টিয়ার ত্রিমোহনী থেকে ভেড়ামারা উপজেলার বারো মাইল পর্যন্ত প্রায় ১২ কি. মিটার সড়কটি পুন:নির্মাণের জন্য সম্প্রতি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই সড়কটির

নির্মাণ কাজ শুরু হবে। সড়কটি পুন:নির্মাণ সম্পন্ন হলে জনদুর্ভোগ নিরসন সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।